জাতীয় কন্যাশিশু দিবস-২০১৩

"শিশু কন্যার বিয়ে নয়
করবে তারা বিশ্ব জয়"

'শিশু কন্যার বিয়ে নয়; করবে তারা বিশ্ব জয়' এই প্রতিপাদ্য নিয়ে দেশব্যাপী ৩০ সেপ্টেম্বর উদযাপিত হচ্ছে জাতীয় কন্যাশিশু দিবস। বাংলাদেশের মোট জনগোষ্ঠীর ৪৫ শতাংশ ১৮ বছরের কম বয়সী শিশু এবং এদের ৪৮ শতাংশই কন্যাশিশু। এই বাস্তবতায় শিশুবিবাহের অভিশাপ থেকে মুক্ত রাখতে কন্যাশিশুদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সৃজনশীল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত করতে আলাপ-আলোচনা, সচেতনতা সৃষ্টি এবং কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ অত্যন্ত জরুরি।

সংশ্লিষ্ট পুরুষতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণা ও অনেকাংশে পরিবার প্রধানের অসচেতনতার কারণে কন্যাশিশুরা কাঙ্ক্ষিত সুযোগ-সুবিধা নিয়ে বেড়ে উঠতে পারছে না। তারা বেড়ে ওঠছে নিরানন্দ পরিবেশে এবং বৈষম্য-সহিংসতা-বঞ্চনা-নিপীড়নের মধ্য দিয়ে। এদের অনেকেই প্রতিনিয়ত যৌন নিপীড়নের শিকার হচ্ছে এবং মাদক গ্রহণের একটি সহায়ক পরিবেশে তাদেরকে ঠেলে দেয়া হচ্ছে। যুবসমাজের একটি বড় অংশ বর্তমানে খুব সহজেই বিপথে চলে যাচ্ছে। জড়িয়ে পড়ছে বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে। প্রেম নিবেদন করে প্রত্যাখাত হয়ে কিংবা প্রতিহিংসার বশে তারা হিংস্র হয়ে উঠছে। কন্যাশিশুদের উপর এসিড ছুঁড়ে মারছে। ঝলসে যাচ্ছে অনেক সম্ভাবনাময় কিশোরীর মুখ। ২০১৩ সালের জানুয়ারি থেকে ২২ আগস্ট পর্যন্ত দেশে এসিড সন্ত্রাসের শিকার হয়েছেন ৪৮ জন নারী। একটি সভ্য সমাজের জন্য যা অত্যন্ত গ্লানির।

আমাদের সমাজে এখনও কন্যাশিশুরদেরকে বোঝা মনে করা হয়। তাই বেশিরভাগ পরিবারে শিশু বয়সেই কন্যাশিশুদের বিয়ে দিয়ে দেয়া হয়। ২০১১ সালে ইউনিসেফ প্রকাশিত 'প্রোগ্রেস ফর চিলড্রেন অ্যাচিভিং দ্য এমডিজিস উইথ ইকুইটি' শীর্ষক প্রতিবেদন অনুযায়ী, বাংলাদেশে ১৮ বছর বয়সের আগে ৬৬ শতাংশ কন্যাশিশু শিশুবিবাহের শিকার, এদিক থেকে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বে চতুর্থ। গত ৩০ বছরে শিশুবিবাহের সংখ্যা আনুপাতিকহারে হ্রাস পেলেও গ্রামাঞ্চলে এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে সমস্যাটা রয়েই গেছে।

তাই শিশুবিবাহ বন্ধ করতে আমাদের সবার মানসিকতা পরিবর্তন করা দরকার। আমাদের জানা প্রয়োজন যে, শিশুবিবাহ কন্যাশিশুদের প্রাপ্য সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে। তারা পুষ্টি থেকে বঞ্চিত হয়। এতে তাদের স্বাস্থ্যহানি ঘটে। যে কারণে শিশুবিবাহের শিকার হওয়া নারীরা শতকরা ৪৫ ভাগ কম ওজন ও খর্বাকৃতির (Stunted) শিশুর জন্ম দেয়। আর এই দুর্বল ও পুষ্টিহীন শিশুরা জাতির ভবিষ্যত অগ্রগতির জন্য আশঙ্কার কারণ হতে পারে। এ ছাড়া ২০ থেকে ২৪ বছর বয়সী গর্ভবতী মায়েদের তুলনায় ১০ থেকে ১৪ বছর বয়সী গর্ভবতী মায়েদের মৃত্যুর আশঙ্কা থাকে পাঁচগুণ বেশি। সর্বপরি শিশুবিবাহের কারণে প্রতিনিয়ত বঞ্চনা ও সহিংস আচরণ কন্যাশিশুদের জীবনকে স্থায়ী ঝুঁকির মুখে ঠেলে দেয়।

আমাদের উপলব্ধি করা প্রয়োজন যে, কন্যাশিশুরা শিক্ষিত-স্বাস্থ্যবতী-উপার্জনক্ষম হলে পরিবার তথা রাষ্ট্রের সম্পদে পরিণত হয়। তাই চার দেয়ালে বন্দী করে রাখার মানসিকতার পরিবর্তে কন্যাশিশুর প্রতি পারিবারিক এবং রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। কন্যাশিশুদের জন্য বিনিয়োগ করাকে আমাদের নৈতিক দায়িত্বে পরিণত করতে হবে; যা সামাজিক সমতা এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার জন্যও জরুরি। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এবং শান্তিপূর্ণ পারস্পরিক সহযোগিতামূলক সমাজব্যবস্থা তৈরির জন্য কন্যাশিশুর প্রতি মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন। কন্যাশিশুদের পশ্চাৎপদতা কাটানোর পাশাপাশি তাদের জন্য উপার্জনের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। তৈরি পোশাক কারখানা এবং অন্যান্য উৎপাদনশীল খাতে কন্যাশিশুদের জন্য ভারী কাজ বর্জন, দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ, নিরাপদ ও আনন্দঘন পরিবেশ কাজের পরিবেশ নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

কন্যাশিশুদেরকে শিশুবিবাহ থেকে রক্ষা করার একটি কার্যকর উপায় হলো শিক্ষা ও জীবিকার ব্যবস্থা করা। কন্যাশিশুরা নিয়মিত পড়াশুনা করার সুযোগ পেলে তাদের নিজেদের এবং পরিবারের জন্য উন্নত জীবনের ভিত্তি গড়তে পারে। একইসাথে ইতিমধ্যে শিশুবিবাহের শিকার হওয়া কন্যাশিশুরাও যদি শিক্ষা ও অর্থনৈতিক কার্যক্রমে নিজেদেরকে যুক্ত করার সুযোগ এবং স্বাস্থ্যসেবা পায় তাহলে তারাও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যেতে পারবে। সে লক্ষ্যেও কার্যকর উদ্যোগ থাকা দরকার।

ইতোমধ্যে সরকারিভাবে কন্যাশিশুদের কল্যাণে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন–অবৈতনিক শিক্ষার প্রচলন; উপবৃত্তি প্রবর্তন; বিনামূল্যে বই বিতরণ; নারী শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধি; ২০১৫ সালের মধ্যে শিশুশ্রম নিরসনের জন্য জাতীয় শিশুনীতি-২০১১ প্রণয়ন; নারী উন্নয়ন নীতিমালা প্রনয়ণ; কন্যাশিশু ও নারীর প্রতি যৌন হয়রানি বন্ধের লক্ষ্যে হাইকোর্টের রায়কে আইন হিসেবে গণ্য করা; শিশুপাচার, ক্রয়-বিক্রয় ও ধর্ষণের জন্য কঠোর শাস্তির বিধান করা।

তাই কন্যাশিশুর প্রতি সহিংসতা বন্ধে ও তার অধিকার নিশ্চিত করতে এসব উদ্যোগ ও আইনগুলোর যথাযথ প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন করা দরকার। আন্তর্জাতিক শিশু অধিকার সনদের ৬ নং ধারায় স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে, 'রাষ্ট্র শিশুর জীবন রক্ষা ও পূর্ণ বিকাশে সকল প্রকার দায়িত্ব পালন করবে'। এ ছাড়া ছেলেমেয়ে নির্বিশেষে সকল শিশুর মৌলিক ও মানবিক প্রয়োজন পূরণ আমাদের সাংবিধানিক অঙ্গীকারও বটে।

তাই আসুন, এবারের কন্যাশিশু দিবসে আমরা সকলে মিলে অঙ্গীকার করি-

- শিশুবিবাহের অভিশাপ থেকে কন্যাশিশুদেরকে মুক্ত করতে যে যার অবস্থান থেকে পারিবারিক এবং সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি করি;
- এসিড সহিংসতা, মাদকদ্রব্য গ্রহণে প্ররোচিত করা এবং যৌন নির্যাতনসহ কন্যাশিশুর প্রতি সকল সহিংসতা বন্ধে সামাজিকভাবে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুলি;
- চলমান শিক্ষা, তথ্য ও প্রযুক্তির সুযোগ সৃষ্টি এবং কন্যাশিশুদের জন্য পড়াশুনার পাশাপাশি উপার্জনের সুযোগ সৃষ্টি করি;
- কন্যাশিশুর অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং নির্যাতন ও বৈষম্য রোধকল্পে যথাযথ আইন প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে নীতি নির্ধারকদের সংবেদনশীল ও সক্রিয় করি।

প্রচারে: বাংলাদেশ শিশু একাডেমী ও জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম

সহযোগিতায়: এসিড সারভাইভারস ফাউন্ডেশন